“ স্যার, এই বই থেকে

পরীক্ষায় কমন পাবো কয়টা ? ”

সংক্ষিপ্ত উত্তর

এমনকি আন-কমন প্রশ্নও ইন্‌শাআল্লাহ্

সহজেই উত্তর করতে পারবে এই বই পড়লে !

বিস্তারিত উত্তর

তুমি **৮/১০** মাস বয়স থেকে বাংলা ভাষা শেখা শুরু করেছো।

তখন থেকে নিয়ে **১০/১২** বছর বয়স পর্যন্ত

যত বাংলা শিখেছো,

সেই বাংলা কি

SSC / HSC / ভর্তি পরীক্ষায় / চাকরির পরীক্ষায় আসে **?**

না, কখনোই আসে না।

তাই বলে, ১২ বছর বয়স পর্যন্ত যত বাংলা শিখেছো,

সেগুলো মন থেকে ঝেটিয়ে বিদায় দিলে,

তথা ভুলে গেলে,

SSC / HSC / ভর্তি পরীক্ষা / ... চাকুরির পরীক্ষায়

কি আদৌ ভালো করতে পারবে ??

অসম্ভব, কখনোই না !

ঠিক তেমনি, শিশু বয়স থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত

একজন British বা আমেরিকান সাদা চামড়া

মাতৃভাষা হিসেবে যত English শিখে,

সেগুলোর বহু কিছুই ইনশাআল্লাহ

শিখতে পারবে এই বইয়ে !

তার মানে, এই বই পড়লে তোমার জন্য

JSC / SSC / HSC / ভর্তি / চাকুরি / IELTS

প্রভৃতি যেকোনো পরীক্ষার English-এ

ভালো করাটা

ইন্‌শাআল্লাহ্‌ অনেক বেশি

সহজ হয়ে যাবে !

Tips

আমার এই **যুক্তিসঙ্গত খোলামেলা** কথাগুলো **যদি তোমার** ভালো **না লাগে,** তবে লেখা-পড়া **বাদ দিয়ে রিকশা** চালাও।

আমার তো মাত্র তিন মাস পরেই ওমুক পরীক্ষা !

এই বই পড়ার টাইম নাই;

"পরীক্ষায় যা আসবে, আমি শুধু ঐসব প্রশ্ন ব্যাংক পড়বো।"

আমার **সোজা-সাপ্টা** কথা

তাহলে তুমি ঐ ছাত্রদের কাতারে ঢুকবে,

যেই **৯০%** প্রতি বছরই **ভর্তি** পরীক্ষায় **ফেল** করে এবং

যেই **৯০%** বিভিন্ন **চাকুরির** পরীক্ষায় **ব্যর্থ** হয়।

হ্যাঁ, ভর্তি পরীক্ষা, চাকুরির পরীক্ষা, HSC / SSC / ডিগ্রী / অনার্সে

তারাই English-এ **খারাপ করে যাদের**

English-এর ফাউন্ডেশন দুর্বল,

English-এর **বেসিক** **খারাপ**!

অতএব, যত কম সময়ই থাকুক,

তোমার ইংলিশের ফাউন্ডেশন মজবুত করার জন্য প্রতিদিন

মাত্র **১৫** মিনিট করে পড়ে এই বইটা

মাত্র **৫৫** দিনেই **১ খতম দিয়ে দাও !**

“ আমি-তুমি যেভাবে শৈশবে

বাংলা শিখেছি, **সেভাবে ইংলিশ**

শিখতে পারবে এই বই থেকে ”

(১) **“বাজারে গেলে** কী বাংলা বলতে হবে”

(২) **“ডাক্তার দেখাতে** কী বাংলা বলা লাগবে”

(৩) **“কর্মক্ষেত্রে** কী কী বাংলা লাগবে”

(৪) **“মেহমান আসলে** কী কী বাংলা বলা লাগবে”

(৫) বাংলা উপযুক্ত পদান্বয়ী অব্যয় **(appropriate preposition)**-এর তালিকা কী কী !

ইত্যাদি দিয়ে কিন্তু আমরা

বাংলা ভাষা আদৌ শিখি নাই !!!

ছোটকালে আমরা **“বাংলা”** শিখেছি। তারপর

যখন **যেখানে** যেভাবে **যেই** বাংলা **বলা** দরকার,

তখন সেখানে **সেভাবে** সেই **বাংলা** আমরা **বলেছি !!**

ভালো করে বুঝে নাও

বিল্ডিং-এর **ফাউন্ডেশনে কিন্তু কেউ বাস করে না।**

এখন, কেউ যদি বলে:

" আমার ফ্ল্যাট তো সাত তলায়,

অতএব, আমার ফাউন্ডেশন দরকার নাই,

আমাকে সপ্তম তলাটা বানিয়ে দেন। "

তাহলে কি আদৌ হবে ? না, হবে না।

ফাউন্ডেশনে কেউ থাকে না,

কিন্তু তাই বলে ফাউন্ডেশন বাদ দেয়া যাবে না, না, না !

ঠিক তেমনি, এই যুগান্তকারী বইটা হলো

ইংরেজি ভাষার ফাউন্ডেশন।

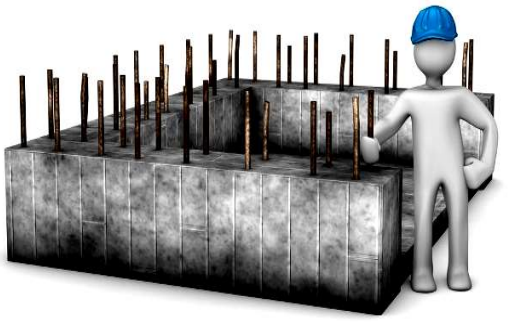

ইংলিশ বাক্যগুলো = লোকমা

আমাদের যার যার মা যেমন তোমাকে আমাকে ছোটবলোয় লোকমা বানিয়ে খাওয়াতেন,

একইভাবে অনেক যত্ন করে প্রশ্ন-উত্তর আকারে

English বাক্যগুলো এই বইয়ে **'লোকমা'** হিসেবে

বানিয়ে দেয়া হয়েছে।

বইয়ে দেয়া বাক্যগুলোই হলো এক একটা 'লোকমা'!

তোমার কাজ শুধু এক একটা লোকমাকে ভালো করে

রসিয়ে রসিয়ে চিবিয়ে খেয়ে ফেলা !!!

তার মানে, এই বইয়ে দেয়া বাক্যগুলো অর্থ বুঝে পড়ে,

দেখে দেখে যখন জোরে উচ্চারণ করবে,

তখনই তোমার শুদ্ধ English-এ

কথা বলা শুরু হয়ে গেলো।

হ্যাঁ, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, একদম প্রথম থেকেই

তুমি Correct English-এ কথা বলা শিখছো !

তোমার কাজ হলো খালি জোরে জোরে উচ্চারণ করে পড়া !!!

গ্রামারও শিখতে পারবে

এই বই থেকে,

কিন্তু সেটা শত শত রুল বা স্ট্রাকচার মুখস্থ করে নয়,

বরং English বাক্য বলার মাধ্যমে শিখবে।

ফলে, Speaking-ও তোমার শেখা হয়ে যাবে,

গ্রামার-ও তোমার পিছনে পিছনে দৌড়াবে।

আর প্রথম থেকেই তুমি সচেতনভাবে দেখে দেখে পড়ছো;

ফলে রিডিং-য়েও দক্ষতা বাড়ছে তোমার।

আবার, বইয়ের বাক্যগুলো প্রথমবার পড়ার সময়ই

কমপক্ষে একবার করে লিখলে স্পেলিং-ও শেখা হচ্ছে।

আর, পড়ে বুঝার দক্ষতা বাড়াতে

বানিয়ে লেখার দক্ষতাও বাড়বে

শুনে বুঝার **দক্ষতাও বাড়বে !!**

মানে, এই বইয়ের **এক ঢিলে**

ভাষার বহু পাখী মারতে পারছো !

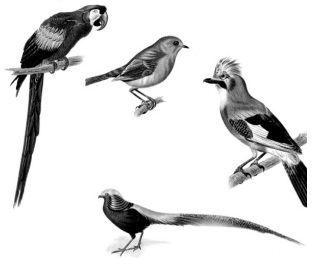

প্রথমে আমি এই **"Zero to Hero"** বইটা

পাত্তা দেই নাই,

যেহেতু বইটার প্রথমে সহজ ***sentence*** দিয়ে শুরু।

কিন্তু, পরে ভালোভাবে বইটা উল্টিয়ে দেখি

এমন বড় বড় বাক্য আছে,

যেগুলো আমিও তো speaking-এ পারি না।

এমনকি প্রথম থেকে সিরিয়ালি এখানে

যেভাবে ***sentence***-গুলো সাজানো আছে,

আমরা তো কখনো এভাবে বলে বলে ও

লিখে English শিখিনি।

তাই, আমিও প্রথম পৃষ্ঠা থেকে পড়া শুরু করে

২ মাসেই বইটা ১ খতম দিয়েছি।